Soul
অনাত্মীয় থেকে আত্মীয়...
No- III, MARCH, 2026 A Monthly Newsletter of Liver Foundation, West Bengal

এক দশকের পথচলা
শিশুদের লিভার চিকিৎসায় নতুন দিগন্তে আইআইএলডিএস

IILDS 10 Years' completion with commitment

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস (IILDS) চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি দশ বছর পূর্ণ করল। শুরুটা ছিল সীমিত পরিসরে, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। চিকিৎসা হবে সেবা, তা কোনও পণ্য নয়। সেই বিশ্বাসকে সঙ্গী করেই এগিয়েছে IILDS।

সেদিন এই তাৎপর্যময় অনুষ্ঠানের আয়োজনটি যেন হয়ে উঠেছিল ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও মানবিকতার এক মিলনমেলা। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবান মতামতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা এবং সমাজের প্রতি গভীর অঙ্গীকারের সুর। IILDS-এর বোর্ড অফ গভর্নেন্সের চেয়ারম্যান ডাঃ মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্বাগত ভাষণে প্রতিষ্ঠানের পথচলার মূল দর্শন তুলে ধরেন। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ওয়াই. কে. আমদেকার, ডাঃ আশিসা জানিলা এম, লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ কল্যাণ বসু, শৈলেশ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে লিভার ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী চিকিৎসা পরিষেবার পরিবর্তিত ধারা, আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা এবং রোগী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন। বক্তব্যে তুলে ধরেন IILDS-এর সামাজিক প্রভাব। অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল শিশুদের জন্য একটি পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগের সূচনা। পূর্ব ভারতে কোনও হাসপাতালে এমন বিশেষায়িত বিভাগ এই প্রথম। এই বিভাগের নেতৃত্বে থাকবেন বিশিষ্ট পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ উজ্জ্বল পোদ্দার। তিনি বলেন, "বর্তমান জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে শিশুদের মধ্যে লিভার ও হজমজনিত সমস্যার বৃদ্ধি এক উদ্বেগজনক বাস্তবতা, এবং সময়োপযোগী এই উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।" লিভার ফাউন্ডেশনের অকালপ্রয়াত প্রিয়জন ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইব ফাউন্ডেশন-এর ডিরেক্টর ফ্যাঙ্গিশেলি মুশালির স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে মন্দিরা ভবনের প্রেক্ষাগৃহটির নামকরণ করা হয় তাঁর নামেই। গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে এই নামকরণ সম্পন্ন করেন ডাঃ আশিসা জানিলা এম।

সুরক্ষা ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিস্ক-এর চেয়ারম্যান এবং জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 'ডোনার্স' পার্সপেক্টিভ'-এ সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সোনারপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক আশিস কুমার ঘোষ স্থানীয় মানুষের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের আত্মিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। IILDS-এর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় একটি কফি-টেবল বুক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিন থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত থাকা দুজন চিকিৎসকসহ মোট ১৫ জন কর্মীকে স্মারক প্রদান করে সম্মান জানানো হয়।

শেষ পর্বে 'বিক্রয়কর্মীর লক্ষ্যপূরণের দৌড়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখা'-এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মধ্যে এক মনোগ্রাহী বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ডাঃ চন্দন চট্টোপাধ্যায় ও পার্বতী পুরকাইতের সুরেলা গানে। যেখানে ১০ বছরের পথচলার স্মৃতি যেন আবেগে ভেসে ওঠে।

ঋত্বিক যাপন: আগামীর পথের আলোর রেখা

বসন্তের শেষ বিকেল। আমের মুকুলের গন্ধ, দূরে শিমুলের লাল ছায়া—মাটির ওপর যেন আগুনের দাগ। হালকা হাওয়া বইছে, তার ভেতর দিয়ে কোথাও কোকিলের ডাক ভেসে আসে—অচেনা অথচ খুবই আপন। সময়ের প্রবাহে কখনও কিছু মুহূর্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়—নিজের ভেতরেই জাগিয়ে তোলে এক দীর্ঘ অনুরণন। 'ঋত্বিক যাপন' তেমনই এক মুহূর্ত —যেখানে স্মৃতি, চিন্তা আর বেদনাবোধের ভাঁজে ফিরে আসেন ঋত্বিক ঘটক, এক অমোঘ স্রষ্টা।

৪ মার্চ এই যাপনের সূচনায় লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, "এ কোনও অনুষ্ঠান নয়, এক সাধনা। ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা আসলে ফিরে দেখা, ফিরে পাওয়া।" তিনি জানালেন, ঋত্বিক ঘটকের আটটি চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে লিভার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যে প্রদর্শনী, তা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্রিটিশ ফিল্ম আকাদেমির মঞ্চে যার গ্রহণযোগ্যতা যেন নতুন করে উন্মোচন করেছে বাংলা চলচ্চিত্রের এক বিস্মৃত দীপ্ত অধ্যায়। তাঁর জীবন ও চলচ্চিত্রচিন্তা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনাও এগিয়ে চলেছে। এই উদ্যোগের পরবর্তী পর্বে আসছে একটি বিশেষ পাঠচক্র—সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়সহ আরও অনেক ঋত্বিক-মনস্ক চিন্তাবিদ মিলিত হবেন সেখানে। পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় আরও জানালেন, প্রতি মাসের ৪ তারিখে এই যাপন যেমন চলছে, তেমনই আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। আর আগামী ডিসেম্বর—ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে—হবে তার বিশেষ সমাপন। কিন্তু এই সমাপ্তি কোনো শেষ নয়—বরং আরেক সূচনা। কারণ অনুসন্ধান থেমে থাকে না।

এরপর লিভার ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা ডাক্তার অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, " সৃষ্টিশীলতার অঙ্গনে আজ যে এক অদ্ভুত স্থবিরতা, সেই যন্ত্রণাই আমাদের বারবার ফিরিয়ে আনে ঋত্বিক ঘটকের মতো এক প্রতিবাদী চেতনার কাছে।" তিনি জানান, প্রধান বক্তা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্রদের সান্নিধ্যে এসেছেন —তাঁর অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির আলোয় উন্মোচন করবেন এক সময়, এক শিল্পভুবন, এক মানুষকে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এক অনাড়ম্বর স্বীকারোক্তি দিয়ে—এ কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা নয়। বরং কিছু কথোপকথন। কিছু স্মৃতির দরজা খুলে দেখার চেষ্টা। তিনি বলেন, "দুটি বিষয় তাঁর আলোচনার কেন্দ্রে। প্রথমত, সেই সময়, যে সময়ের ভিতর দিয়ে ঋত্বিক ঘটক তাঁর কাজ নির্মাণ করেছেন এবং যার সঙ্গে তিনিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঋত্বিক ঘটকের সৃষ্টির বিস্তার। যে সম্ভাবনা আরও বহুদূর যেতে পারত, কিন্তু নানা অন্তরায়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক টানাপোড়েন তাকে বারবার থামিয়ে দিয়েছে। তারপর তিনি ফিরে গেলেন স্মৃতির কাছে —বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, তাপস সেন, মহাশ্বেতা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—তাঁদের উচ্চারণে ধরা পড়ে এক অন্য ঋত্বিক। সেই সাক্ষাৎকারগুলি - যা আংশিক আলাপ আর আংশিক সময়ের দলিল। আজও যেগুলি বহন করে এক যুগের স্পন্দন। কলঙ্ক নাটকের প্রসঙ্গ এল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আর কলকাতার বুকজুড়ে মানুষের দীর্ঘ আর্তি। সেই অন্ধকার সময়েই গণনাট্য সংঘের মঞ্চে উঠে আসে এই নাটক—যেখানে বাস্তবের ক্ষত মিশে যায় শিল্পের ভাষায়। ঋত্বিক ঘটক ও উৎপল দত্তের অভিনয় সেখানে হয়ে ওঠে প্রতিবাদেরই এক তীব্র প্রকাশ। এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে প্রভা দেবীর নাম—সেকালের এক প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী, যিনি এক প্রতিবাদী নারী নেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ের ভেতরে ছিল সময়ের ক্ষত, মানুষের আর্তি, এবং এক অদম্য প্রতিবাদ। উল্লেখযোগ্য, প্রভা দেবী নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির সঙ্গেও অভিনয় করেছিলেন—যা তাঁর শিল্পীজীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

শমীকবাবু স্মরণ করলেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা—সত্যজিৎ রায় ও শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, সংশোধনের সূক্ষ্মতা—এক অন্য সময়, যেখানে শব্দের প্রতি দায় ছিল গভীর, মনোযোগ ছিল নিবিড়। ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ—এক ঘুমভাঙা বিকেল,ও। সুরমা ঘটকের স্নেহময় উপস্থিতি, হঠাৎ আবেগে ভেঙে পড়া এক মানুষ। তারপর অসুস্থতার মধ্যেও লেখা 'ছবিতে শব্দ' এক অসামান্য প্রবন্ধ, যা সময় মতো পৌঁছে যায়। যেন শরীরের সীমা থাকলেও সৃষ্টির দায় থামে না কখনও।

এরপর সঙ্গীত। অভীক মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভেসে আসে জসিমুদ্দিন, লালন, আব্বাসউদ্দীনের সুর—লোকসংগীতের মাটির গন্ধে ভরে ওঠে চারদিক। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাখিরা ফিরে যাচ্ছে নিজেদের ঠিকানায়। শেষে আবার ধন্যবাদ, আবার আহ্বান। তবু কোথাও যেন মনে হয়, এই সমাপ্তি নয়।

অরুণ-পরশ প্যালিয়েটিভ সেন্টারের সামাজিক গুরুত্ব

প্রসেনজিৎ রায়, বীরভূম, SRSSB

বীরভূম জেলার নগরী গ্রামে ৩১ মার্চ উদ্বোধন হতে চলেছে 'অরুণ পরশ 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টারের। মানুষের স্বাস্থ্যের এমন কিছু গুরুতর বা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা আছে যা পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব হয় না। সেই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার উপশমের চেষ্টা করা, রোগীর কষ্ট কমানো এবং জীবনের শেষ সময়টুকু স্বস্তিতে কাটাতে সাহায্য করা সম্ভব। এই ধরনের সহায়তামূলক চিকিৎসা ব্যবস্থাকেই বলা হয় প্যালিয়েটিভ কেয়ার। এই সমস্যাকে সামনে রেখে লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের সকল স্তরের সমাজকর্মী মিলে গত দুই বছর বাড়িতে গিয়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ এলাকাতেও প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে। অনেক গ্রামেই উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজে পাওয়া যায় না। ফলে গুরুতর রোগে আক্রান্ত মানুষরা যথাযথ যত্ন পান না। এটি এমন একটি স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি, যেখানে গুরুতর রোগে আক্রান্ত রোগীদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক কষ্ট কমানোর চেষ্টা করা হয়।

প্যালিয়েটিভ কেয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রোগীর পাশাপাশি তার পরিবারের প্রতিও সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদান করা। গুরুতর অসুস্থতার সময় শুধু রোগী নয়, তার পরিবারও মানসিক ও সামাজিকভাবে অনেক চাপের মধ্যে থাকে। এই সময়ে চিকিৎসক, নার্স, সমাজকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা মিলে একটি দল হিসেবে কাজ করেন এবং অসুস্থ ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ, মানসিক সহায়তা এবং চিকিৎসা দেওয়া। লিভার ফাউন্ডেশনের প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিষেবা শুধু একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, এটি একটি মানবিক উদ্যোগ। এটি মানুষের প্রয়োজনে, সমাজিক সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এই প্রয়াস।

A Two-day training camp for Field staffs

The Public Health Research laboratory of JCMLRI is focused on community wellness. The research lab is studying the impact of training local para-health workers on the health emergency preparedness of the community in 11 gram panchayats of Sundarban region. As a part of the initiative a two-day training camp for the field staff was conducted at the JCMLRI premises on February 20th and 21st, 2026. Dr. Purnendu Ranjit, Pathologist from IILDS; Ms. Samarpita Sadhukhan, Clinical nutritionist from IILDS; Dr. Pabak Sarkar, Project Scientist of JCMLRI and Mr. Tushar Mandal, Project Coordinator of Public Health Support project discussed various aspects of rural health screening.

The training built capacities of the field staff to support the NCD screening camps in 7 gram panchayats by mobilizing the local para-health workers. Along with the lectures and demonstrations, the staff was provided hands-on experience to utilize the equipment. Members of the other departments of JCMLRI volunteered as subjects for a mock NCD screening camp where the trainees interacted with the subjects and screened for metabolic parameters. The study will further provide a glimpse of health profile in the remote Sundarban region and insights on the role of para-health workers in community wellness.

ছবিঃ শুভরিক চট্টোপাধ্যায়
Manager, Maintenance, IILDS

কুলডিহা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। ওড়িশা।

মায়া

মনের ভিতর অনেক মুখ,
ব্যথাও এখন অলীক সুখ।

এক জীবনে মানুষ কত!
তাও কি কেউ নিজের মত!?

কেমন করে ধরলে ঘিরে-
এমন বেবাক তাকাই ফিরে।

সময় যতই ক্লেশ আনে,
মন ভেসে যায় মায়ার টানে-

সমর্পিতা সাধুখাঁ
Clinical Nutritionist, IILDS

শিল্পীঃ তমসা মণ্ডল
PROJECT ASSISTANT
JCMLRI

ছবিঃ তর্পণ শাসমল
Project Coordinator, LFWB

ছবিঃ শিঞ্জিনী চন্দ্র
Biobank Assistant
JCMLRI

আন্তর্জাতিক মঞ্চে, হেপাটাইটিস পেশেন্ট ফোরামের সদস্য

সৌমেন বসু

,২০১২ সালে লিভার ফাউন্ডেশন-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে হেপাটাইটিস পেশেন্ট ফোরাম। ফোরামটির মূল কণ্ঠস্বর- হেপাটাইটিসে আক্রান্ত মানুষরা একা নন, বরং তাঁরা একসঙ্গে পথ চলার সাহস রাখেন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতন স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারেন। এর মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, একে অপরকে মানসিক ভরসা দেন, আর ধীরে ধীরে তাঁদের অজানা ভয় ও ভুল ধারণা কাটিয়ে উঠতে শেখেন। সচেতনতা, সহায়তা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলাই এই ফোরামের মূল শক্তি। সৌমেন বসু এই ফোরামেরই একজন, দীর্ঘদিনের সদস্য। তিনি শুধু নিজের লড়াই নয়, বাকি হেপাটাইটিস আক্রান্তের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বছরের পর বছর কাজ করছেন। এই নীরব, নিষ্ঠার কাজই আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মঞ্চে।

হেপাটাইটিস বি ফাউন্ডেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। যার লক্ষ্য একটাই- হেপাটাইটিস বি'কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শেষ পর্যন্ত এই রোগকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা। এই কাজের জন্য সংগঠনটি বিশ্বজুড়ে রোগী, চিকিৎসক ও গবেষকদের এক জায়গায় আনার চেষ্টা করছে, যাতে তাঁরা নিজ নিজ দেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান আর বাস্তব সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে। ২০২৪ সালের মে মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল থেকে কঠোর ও বহুস্তরীয় বাছাই প্রক্রিয়া অতিক্রম করে সৌমেন হেপাটাইটিস বি ফাউন্ডেশনের কমিউনিটি অ্যাডভাইজরি বোর্ড (CAB)-এর সদস্য নির্বাচিত হন। সারা ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে এই সম্মান তিনি পান। এটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং এটি আমাদের সকলের জন্য গর্বের বিষয়। কারণ তাঁর মাধ্যমে সিএবি-তে পৌঁছে যাচ্ছে ভারতের অসংখ্য রোগীর কণ্ঠস্বর। নির্বাচনের পর থেকেই সৌমেন গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করে চলেছেন। একের পর এক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি নিজেকে আরও দক্ষ করে তুলেছেন। বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি সচেতনতা ও রোগীদের অধিকার নিয়ে প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন। নিয়মিত আন্তর্জাতিক বৈঠকে, ওয়েবিনার ও সম্মেলনগুলিতে তিনি অংশ নেন। সেইসব আলোচনায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসক, গবেষক, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মতো বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকেন। আর সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌমেন খুব সরল ভাষায় তুলে ধরেন রোগীদের বাস্তব গল্প। রোগীদের প্রতিদিনের লড়াই, ভয়, চাহিদা, আশা-নিরাশা তাঁর কথায় উঠে আসে। উঠে আসে সেই বাস্তবতা, যা অনেক সময় গবেষণার কাগজে বা পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না।

এই বছরেই তাঁর এই আন্তর্জাতিক দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হবে। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে গেছেন, যাদের আমরা অনেক সময় শুধুই 'রোগী' বলে দেখি, কখনও কখনও অবহেলার চোখে দেখি, তারাও কিন্তু ইচ্ছা, সাহস আর নিষ্ঠা দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবর্তনের অংশ হতে পারেন। সেই কারণেই সৌমেনের এই যাত্রা শুধু সাফল্যের গল্প নয়, এটি আশার, সম্মানের এবং মানুষের অদম্য শক্তির এক গভীর অনুপ্রেরণার গল্প।

JCMLRI Fosters Scientific Temper on National Science Day

Shreyoshi Saha
Project Technical Assistant, IILDS

National Science Day is celebrated every year on 28 th February to mark the discovery of the Raman Effect by C.V. Raman, for which he received the Nobel Prize in 1930. This year JCMLRI commemorated the occasion to strengthen scientific temper and promote research consciousness among students and faculty. The program began with the inauguration ceremony by Dr. Partha Sarathi Mukherjee, Dean and Associate Director, JCMLRI who highlighted the significance of the theme for National Science Day 2026. In his address, he stated at the time of establishing JCMLRI, the institute has five female scientists as part of its initial faculty members and currently in India, more than 30% of projects funded by the Department of Science and Technology across India are led by women scientists, emphasizing the growing contribution of women in scientific world.

Ayendrila Dutta recieves prize from Dr. Partha Pratim Majumder

Doyel Naiya Receives prize from Keya Das, Principal, CINHS

Dr. Partha Pratim Majumder, Distinguished Professor. JCMLRI underscored that science is not only limited to researchers. Every individual should cultivate a scientific thought and logical approach in all aspects of life to form the foundation of modern and rational society. The celebration featured an enriching Extempore Competition based on the theme 'Scientific Innovations and Implications on Society'. The competition was conducted in two distinct groups to ensure broad participation. The first group comprised the summer interns – Doyel Naiya, Aasia Parveen, Farhat Parveen and Agnihotro Mukherjee while the other group included Ayendrila Dutta, Shreyosi Saha, Tamosa Mondal and Rupsa Sardar. Following an inspiring and intellectually vibrant session, Ms. Doyel Naiya secured the first prize among the summer interns and Ms. Ayendrila Dutta earned the first place from the second group. The event was further enhanced by 'Showcasing Technological Advances' by our technical specialists – Shinjini Chandra, Sumona Ghosh, Swagata Purkait demonstrating our dedication to research proficiency, scientific integrity and innovation focused on patient welfare

Ten Years with IILDS:
A Journey of Roots, Resilience, and Belonging

Ajita Banerjee.
Administrative Officer, CINHS

A decade is more than a measure of time. It is a collection of moments, memories, quiet struggles, and small triumphs that slowly shape a journey. When I reflect on my ten years with IILDS, I do not simply see years passing by. I see a story unfolding — a story of growth, faith, patience, and a bond that deepened with every passing phase. When I first walked into IILDS, it was still nurturing its earliest foundations. There was a quiet sense that something meaningful was being built, step by step, with dedication and belief.

Over the years, I had the rare privilege of watching that vision slowly take shape. To witness such a transformation from close quarters is something very few people get to experience. I have seen ideas being born, dreams taking form, and the organisation steadily carving its identity through perseverance and hard work. Every stage carried its own challenges and its own victories, and each one added a new layer to the journey. IILDS gradually became more than a workplace. It became a space where I learned, adapted, stumbled, stood up again, and discovered new strengths within myself.

Over ten years, when one invests time, effort, and heart into an institution, it is natural for hopes and expectations to grow alongside that journey. There were moments when I imagined certain possibilities unfolding in ways that perhaps remained just beyond reach. Yet those reflections never overshadowed the deeper sense of respect and attachment I feel toward IILDS. Looking back today, what fills me most is gratitude — gratitude for the opportunity to witness a vision grow from its roots into something far greater than its beginnings. To stand present through those early steps and to watch them gradually turn into milestones is a privilege that time has gifted me.

There is also a quiet pride that comes from knowing that my own journey has been intertwined with the evolution of IILDS. As the organisation expanded its horizons, I too found myself growing — learning to navigate challenges, celebrate achievements, and remain hopeful even in uncertain moments.

Ten years later, what remains strongest in my heart is the sense of belonging that time has quietly nurtured. I am grateful and honored to receive the 10 Year Service Award. When I look at IILDS today — stronger, wiser, and still moving forward — I feel something that words can barely capture. It is a feeling of pride, of respect, and of deep affection for a journey that has shaped so much of my own path. And perhaps that is what makes these ten years so meaningful. Because somewhere along the way, without even realising it, this organisation stopped being just a place I worked at.

It became a place whose story I carry with me.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: বিবর্তনের দীর্ঘ পথ ও ভবিষ্যতের দিশা

সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
Documentation Officer, LFWB

সম্প্রতি লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা অনলাইন বিজ্ঞান দৈনিক- বিজ্ঞানভাষ, একটি জনবোধ্য বিজ্ঞানের ওপর বক্তৃতার আয়োজন করে। বক্তা ছিলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ডঃ কুন্তল ঘোষ। অতি সহজ ভাষায় তিনি মেশিন লার্নিং এর খুঁটিনাটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আইকে আমরা প্রায়ই সাম্প্রতিক প্রযুক্তির বিস্ময় হিসেবে দেখি। কিন্তু এ আই আসলে এক দীর্ঘ বিবর্তনের ধারার অংশ। যেখানে একদিকে জীবজগতের বুদ্ধির বিকাশ, অন্যদিকে যন্ত্রের চিন্তাশক্তির উত্থান সমান্তরালভাবে এগিয়েছে।"

ডঃ কুন্তল ঘোষ

আইএসআই-এর কম্পিউটার অ্যান্ড কমিউনিকেশন সায়েন্সেস ডিভিশনের কাজের পরিধি টেনে তিনি দেখান, এআই কোনও বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি নয়। ইলেকট্রনিক্স, প্যাটার্ন রিকগনিশন, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স, ক্রিপ্টোলজি-সব শাখাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বাংলা অক্ষর শনাক্তকরণ বা ওসিআর গবেষণার ফলেই আজ আমরা স্ক্যান করা বই থেকে সহজে লেখা খুঁজে পাই। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বরণ চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে কীভাবে ক্ষুদ্র চিপে অসংখ্য প্রসেসর বসানো যায়, কীভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স-এর বিষয়বস্তু। আশ্চর্য মিলটি এখানেই- মানুষের মস্তিষ্কও কোটি কোটি নিউরন নিয়ে অল্প জায়গায়, অল্প শক্তিতে কাজ করে।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা বা দর্শনের ইতিহাস হাজার হাজার বছর পুরনো। কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের ইতিহাস বড়জোর ১০০ থেকে ১৫০ বছরের। আর আধুনিক কম্পিউটার যুগ শুরু হয় মূলত বিংশ শতকের মাঝামাঝি। অথচ মেশিন ইন্টেলিজেন্স এর ধারণা তার থেকে অনেক পুরনো - প্রায় ৩৫০ বছর আগের।

ক্যালকুলাসের বিশেষজ্ঞ, গটফ্রিড লাইবোশগ কল্পনা করেছিলেন এমন এক প্রতীকী গণিতযন্ত্র, যা সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করবে। পরে কার্ট গ্যোডেল তাঁর 'ইনকমপ্লিটনেস' তত্ত্বে দেখান, কোনও গাণিতিক ব্যবস্থা একসঙ্গে সম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ যুক্তির সীমা রয়েছে। ১৯৩৬ সালে অ্যালান টিউরিং দেখালেন একটি বিমূর্ত যন্ত্রের ধারণা, যা টিউরিং মেশিন নামে পরিচিত। তিনি জানালেন, যদিও সব সমস্যার সার্বজনীন সমাধান অসম্ভব। তবু নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে ছোট ছোট ও নির্দিষ্ট অ্যালগরিদম তৈরি করা সম্ভব। এই ভাবনার বাস্তব রূপ দেন ভন নিউম্যান। ডঃ ঘোষ আরও বলেন, "আজকের প্রায় সব কম্পিউটারই ভন নিউম্যান আর্কিটেকচারের উপর দাঁড়িয়ে। একই সময়ে ওয়াল্টার ম্যাককালক এবং ওয়ারেন্ পিটস দেখান, নিউরনকে লজিক গেটের মতো ভাবা যেতে পারে। যা ফায়ার করলে ১, না করলে ০। অর্থাৎ বাইনারি যুক্তি। এখান থেকেই আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্কের সূচনা।" তিনি জানান, আজকের এআই শুধু তথ্য সংরক্ষণ করে না। সম্পর্ক খোঁজে, প্যাটার্ন শেখে, ভবিষ্যৎ অনুমান করে। আধুনিক কম্পিউটারের 'কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক' মানুষের দৃষ্টিশক্তির গবেষণা থেকে অনুপ্রাণিত। আবার ট্রান্সফরমারের যে মডেল তার 'অ্যাটেনশন' আসলে মানুষের মনোযোগের গাণিতিক রূপ। চ্যাটবট থেকে রোগনির্ণয়-বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি বিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে একত্র করছে। এই বিপুল অগ্রগতির পরও আমরা এখনও সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে অনেক দূরে। নোবেলজয়ী জিওফ্রে হিন্টন মনে করিয়ে দেন, একটি শিশুর সহজ কাজ, যেমন গ্লাস তুলে জল খাওয়া- তা রোবটের কাছে এখনও কঠিন। কারণ বুদ্ধি শুধু গণনার বিষয় নয়। দৃষ্টি, ভারসাম্য, বিপদের পূর্ব অনুমান ও পরিবেশের সঙ্গে সূক্ষ্ম মিথস্ক্রিয়া মিলিয়ে এ এক জটিল প্রক্রিয়া। ডঃ ঘোষের শেষ প্রশ্নটি ছিল দার্শনিক। বুদ্ধি কি কেবলমাত্র নিউরনের বিষয়? স্নায়ুতন্ত্রহীন ব্যাকটেরিয়াও পরিবেশ বুঝে টিঁকে রয়েছে কোটি কোটি বছর ধরে, কোনো মস্তিষ্ক ছাড়াই। অর্থাৎ কোষীয় ও আণবিক স্তরেও বুদ্ধির শিকড় থাকতে পারে। ডঃ ঘোষের বক্তব্য পরিষ্কার, প্রকৃত এআই গড়তে হলে জীবনের সমগ্র বিবর্তন বুঝতে হবে। প্রযুক্তি ও প্রকৃতির এই যুগলযাত্রাই হয়তো ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ।

The Newsletter Team: Madhumita Datta, Dipesh Das, Suparna Chattapadhayay